প্রেমের টানে এসে বিয়ে না করে পালালো ২ চীনা নাগরিক

ফেসবুক প্রেমের টানে মেহেরপুরে বিবাহ করতে এসে বিপাকে পড়ে পরিচয় গোপন করে পালিয়েছে দুই চিনা নাগরিক।মেহেরপুরের এক তরুণীকে ঘিরে দুই চীনা নাগরিকের আগমনের ঘটনায় চীনে বাংলাদেশি নারী পাচার ও অবৈধ বিয়ে নিয়ে চলমান উদ্বেগ নতুন করে সামনে এসেছে।

বৃহস্পতিবার (৩০ জানুয়ারি) বেলা আনুমানিক ১১টার দিকে চায়না থেকে আগত দুইজন চীনা নাগরিক মেহেরপুর সদর থানাধীন আমদহ ইউনিয়নের টেংরামারি গ্রামে উপস্থিত হন। তারা স্থানীয় মৃত লিটনের কন্যা মরিয়ম খাতুনের (১৬) সঙ্গে ফেসবুক প্রেমের সম্পর্কের সূত্র ধরে এলাকায় আসেন বলে জানা গেছে। মেয়েটি লেখাপড়া করে না বলে পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

ঘটনাটি জানাজানি হলে স্থানীয় জনগণ ও মেয়ের পরিবারের সদস্যদের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হয়। এ সময় স্থানীয় এক ব্যাক্তি ট্রিপল নাইনে কল দেয়। পরে সাহেবপুর ক্যাম্পের পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পুলিশ চীনা নাগরিকদের সঙ্গে মেয়ের পরিবারের আলোচনা আয়োজন করে এবং পারিবারিক সম্মতির ভিত্তিতে বিবাহ সম্পন্ন করার বিষয়ে প্রস্তাব দেয়। তবে চীনা নাগরিকদ্বয় উক্ত প্রস্তাবে সম্মতি না দিয়ে ঘটনাস্থল ত্যাগ করেন। তবে এ ঘটনায় পুলিশ তাৎক্ষণিকভাবে কাউকে আটক করেনি, এমন কি দুই চিনা নাগরিক কারোরই পরিচয় সংরক্ষণ করেনি সাহেবপুর পুলিশ ফাঁড়ির সদস্যরা।

মেহেরপুর সদর থানার সাহেবপুর পুলিশ ফাঁড়ির আইসি এসআই শফিক মেহেরপুর প্রতিদিন কে বলেন, ‘টেংরামারি গ্রামের স্থানীয় একজন ট্রিপল নাইনে ফোন দেয়। এরপর আমি সেখানে যেয়ে দেখি দুজন চিনা নাগরিক এসেছেন। পরে তাদেরকে বুঝিয়ে দুপুর দুইটার রয়েল এক্সপ্রেস পরিবহনে করে ঢাকা পাঠিয়ে দিই। তাদেরকে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে এসে বিবাহ করার জন্য পরামর্শ দেয়া হয়েছে।’

এ ঘটনাটি এমন এক সময় সামনে এলো, যখন চীনে বাংলাদেশি নারী পাচার নিয়ে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর বিভিন্ন অনুসন্ধানে উদ্বেগজনক তথ্য প্রকাশ পাচ্ছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলোর তথ্যমতে, কিছু সংঘবদ্ধ পাচারকারী চক্র সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করে বাংলাদেশি

নারীদের উচ্চ বেতনের চাকরি বা বৈধ বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে প্রতারণার ফাঁদে ফেলছে। পরবর্তীতে জাল কাগজপত্রের মাধ্যমে তাদের চীনে পাঠানোর চেষ্টা করা হচ্ছে।

মেহেরপুরের প্রবীণ সাংবাদিক ও জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি তোজাম্মেল আজম বলেন, ‘আমরা প্রায়ই বিভিন্ন গণমাধ্যমে দেখি প্রেমের টানে কোনো বিদেশি নাগরিক অমুক দেশ থেকে অমুক গ্রামে এসেছেন। এ ধরনের ভিডিও প্রায়শই প্রকাশিত হয় এবং দ্রুত ভাইরালও হয়। কিন্তু একইভাবে প্রেমের টানে বাংলাদেশি নারীদের বিদেশে নিয়ে যাওয়ার পর তাদের পরিণতি কী হয়, সে বিষয়ে কোনো ফলো-আপ বা অনুসন্ধানী প্রতিবেদন আমরা খুব কমই দেখতে পাই।’

তিনি বলেন, ‘এই প্রবণতাই উদ্বেগজনকভাবে বাড়ছে। অনেকেই ভাইরাল হওয়ার আশায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিদেশি নাগরিকদের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তুলছেন, পরে বিয়ে করে সেটিও অনলাইনে ভাইরাল করছেন। কিন্তু এর পর কী ঘটে, সেই বাস্তবতা আর কখনো সামনে আসে না।’

উল্লেখ্য, র্যাব ও পুলিশের সাম্প্রতিক অভিযানে এ ধরনের পাচারচক্রের একাধিক সদস্য গ্রেপ্তার হয়েছে বলে জানা গেছে। তদন্ত সংশ্লিষ্টরা বলছেন, চীনে পৌঁছানোর পর অনেক নারী শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের ঝুঁকিতে পড়েন। এ বিষয়ে চীনা দূতাবাস ও বাংলাদেশ সরকার উভয়ই অবৈধ বিয়ে ও মানব পাচার নিয়ে একাধিকবার সতর্কতা জারি করেছে।

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সাধারণ নাগরিকদের যেকোনো বিদেশি নাগরিকের সঙ্গে বিয়ে বা বিদেশে যাওয়ার প্রস্তাবের ক্ষেত্রে আইনগত যাচাই ও সরকারি অনুমোদন নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছে। একই সঙ্গে সন্দেহজনক প্রস্তাব বা কর্মকাণ্ড নজরে এলে নিকটস্থ থানায় জানাতে অনুরোধ করা হয়েছে।

গাংনীতে প্রেমের সম্পর্ক ধরে বিয়ের দাবিতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের বাড়িতে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকার অনশন

মেহেরপুরের গাংনীতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এক শিক্ষককে চার বছরের প্রেমের অভিযোগ এনে বিয়ের দাবিতে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এক শিক্ষিকা দুই দিন ধরে অনশন পালন করছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে এরিপোর্ট লেখা পর্যন্ত আজ শুক্রবার বিকাল ৪ টা পর্যন্ত তার বাড়িতেই অবস্থান করছেন।

এদিকে বিয়ের দাবিতে স্কুল শিক্ষিকা সালমা খাতুন বাড়িতে আসার সাথে সাথে অভিযুক্ত স্কুল শিক্ষক আমিরুল ইসলাম সুফল বাড়ি ছেড়ে অজ্ঞাত স্থানে পালিয়ে গেছেন। আমিরুল ইসলাম গাংনী উপজেলার চেংগাড়া গ্রামের আনারুদ্দীনের ছেলে ও চেংগাড়া সরকারির প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক। সালমা খাতুন একই উপজেলার গোপালনগর গ্রামের আব্দুর রাজ্জাকের মেয়ে ও কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার মহিষকুন্ডি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক (বাংলা)।

সালমা খাতুন অভিযোগ করেন, বিগত চার বছর যাবৎ আমার সাথে প্রেম করছে সে। প্রেমের সম্পর্কের কারণে সে বিভিন্ন স্থানে আমাকে নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে। সব ধরণের সম্পর্কও তৈরী হয়েছে। আমাকে বিয়ের আশ্বাস দিয়েছে বিভিন্ন সময়ে। আমি চাকুরি পেলে বিয়ে করবে বলে আশ্বাস দিয়েছিল। আমি এখন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক হিসেবে চাকুরি পেয়েছি। কিন্তু সুফল আমাকে বিয়ে করতে চাচ্ছেনা। এমনকি আমার ফোনটুকুও ধরেনা। আমি তার বাড়িতে চলে এসেছি। বিয়ে না করলে এই বাড়ি থেকে আমার লাশ বের হবে।

এদিকে অভিযুক্ত শিক্ষক আমিরুল ইসলাম অজ্ঞাত স্থান থেকে মোবাইল ফোনে জানিয়েছেন, তার সাথে আমার কোনো ধরণের সম্পর্ক নেই। বিয়ের জন্য সে আমাকে ব্লাকমেইল করছে।

অভিযুক্ত শিক্ষকের খালাত ভাই বাবু জানান, দুজনেই স্কুল শিক্ষক।

তাদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক আছে কিনা আমরা কেউ জানিনা। অনশনকারী সালমা খাতুন প্রেমের সম্পর্ক আছে দাবি করলেও আমিরুল ইসলাম সুফল সেটা মিথ্যা দাবি করছে। এই মূহূর্তে আমরা মেয়ের পরিবারের সাথে যোগাযোগ করেছি। কিন্তু তার পরিবারের লোকজনও কোনো প্রতিক্রিয়া দেখাইনি। বিষয়টি গাংনী থানা পুলিশকে জানানো হয়েছে। তারাও এসে রিপোর্ট নিয়ে চলে গেছে। মেয়েটি আজ বিকাল পর্যন্ত এখানেই বসে আছে।

এদিকে আমিরুল ইসলাম সুফল মোবাইল ফোনে জানিয়েছেন, ওই শিক্ষিকার সাথে আমার কোনো প্রেমের সম্পর্ক নেই। তার সাথে বিয়ের কথা হয়েছিল এক সময়। তারপর থেকেই সে আমাকে জালাচ্ছে। আমি তাকে বিয়ে করবো না। বাড়ি থেকে পালিয়ে গেলেন কেনো এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এ ধরণের একটা পরিস্থিতিতে না পালিয়ে উপায় ছিলনা।

এব্যাপারে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উত্তম কুমার দাশ বলেন, ঘটনাটি শোনার পর সেখানে পুলিশ পাঠানো হয়েছিল।

আলমডাঙ্গায় প্রেমিকের বিয়ের খবরে কলেজ ছাত্রীর অনশন

আলমডাঙ্গা উপজেলার জোড়গাছা গ্রামে প্রেমিকের বিয়ের খবর প্রকাশ হওয়ার পর বিয়ের দাবিতে অনশনে বসেছেন এক কলেজছাত্রী। গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যা পর্যন্ত টানা ২৪ ঘণ্টা ওই শিক্ষার্থীর অনশনকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, উপজেলার নাগদাহ ইউনিয়নের জোড়গাছা গ্রামের গোলজার হোসেনের ছেলে নয়ন (২০) এবং বেলগাছি ইউনিয়নের কেদারনগর গ্রামের হায়েত আলী মন্ডলের মেয়ে কলেজছাত্রী শারমিন আক্তারের (১৮) মধ্যে দীর্ঘ পাঁচ বছরের প্রেমের সম্পর্ক ছিল। সম্পর্কের সময় নয়ন শারমিনকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসছিল। সম্প্রতি নয়ন গোপনে অন্যত্র বিয়ের উদ্যোগ নিলে এ খবর জানাজানি হয়। এরপর ক্ষুব্ধ হয়ে শারমিন প্রেমিকের বাড়ির সামনে গিয়ে অনশনে

বসে পড়েন।

শারমিন অভিযোগ করে বলেন, “নয়নের সঙ্গে আমার পাঁচ বছরের সম্পর্ক। সে আমাকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এবং সেই বিশ্বাসে আমরা একসঙ্গে সময় কাটিয়েছি। এখন অন্যত্র বিয়ে করার চেষ্টা করায় আমি ন্যায়বিচারের দাবিতে অনশনে বসেছি।”

এ ঘটনা জানাজানি হলে স্থানীয়রা ঘটনাস্থলে ভিড় জমায়। দুই পরিবারের সদস্যরা বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়েন। তবে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও গ্রামবাসীরা বিষয়টি মীমাংসার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

ঘটনার পর পুরো এলাকায় বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা চলছে। অনশন চলাকালে শিক্ষার্থীর দৃঢ় অবস্থান এবং প্রেমিকের পরিবারের নীরবতা নতুন প্রশ্ন তৈরি করেছে।

বিয়ের বাজার করে বাড়ি ফেরা হলো না প্রবাস ফেরৎ যুবকের

বিয়ের বাজার করে বাড়ি ফেরার পথে শ্যালো ইঞ্জিন চালিত আলগামনের সাথে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় সাগর মিয়া (২৪) নামের এক সৌদি প্রবাস ফেরত এক যুবক হয়েছেন।

আজ শনিবার দিবাগত রাত ৮ টার দিকে মেহেরপুরের গাংনী-কাথুলি সড়কের চৌগাছা এতিম খানার সামনে এই সড়ক দূর্ঘটনাটি ঘটে। নিহত সাগর মিয়া গাংনী উপজেলার (কুঠি) ভাটপাড়া গ্রামের তোজাম্মেল হোসেনের ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, নিহত সাগর মিয়া গাংনী বাজার থেকে মোটরসাইকেল যোগে ভাটপাড়াতে ফিরছিলেন। চৌগাছা এতিমখানার অদুরে নাবিল ফার্নিচারের কাছে একটি পাখিভ্যানকে ওভারটেক করতে গিয়ে বিপরীত দিক থেকে আসা আলগামনের মুখোমুখি ধাক্কা লাগে। এতে সাগর মিয়া রাস্তার উপর ছিটকে পড়ে মারাত্বক আহত হন। তাকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

নিহতের পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, সাগর মিয়া বিয়ে করার উদ্যেশ্যে গত ৪ দিন আগে ২ মাসের ছুটি নিয়ে বাড়িতে ফিরেছেন। ঈদের পরের দিন গাংনী উপজেলার রাজনগর গ্রামে তার বিয়ে ঠিক হয়েছে। আজ বিকালে তিনি গাংনী বাজারে নিজের বিয়ের কিছু বাজার করে বাড়ি ফিরছিলেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল জানান, নিহতের মরদেহ উদ্ধারের প্রক্রিয়া চলছে।

বিয়ের নামে প্রতারণা, সর্বশান্ত মালয়েশিয়া প্রবাসী

প্রতারক বাবা ও মেয়ের প্রতারনায় সর্বশান্ত হয়েছেন ঝিনাইদহের এক প্রবাসী যুবক। প্রতারণা করে প্রবাসীর কাছ থেকে হাতিয়ে নিয়েছে লাখ লাখ টাকা।

সর্বশান্ত প্রবাসী যুবক আকরাম ঝিনাইদহ সদর উপজেলার বাজারগোপালপুর গ্রামের মনোয়ার হোসেনের ছেলে। বর্তমানে সে মালয়েশিয়া প্রবাসী।

এ ঘটনায় বিচার চেয়ে তার পক্ষ থেকে তার বোন বিথি খাতুন ঝিনাইদহ সদর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। ভুক্তভোগী প্রবাসী যুবক আকরাম হোসেন জানান, দেড় বছর আগে চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার যাদবপুর গ্রামের আনারুল ইসলামের মেয়ে আমেনা খাতুনের (১৯) সাথে তার প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

কিছুদিন মোবাইলে কথা বলার পর তারা সিদ্ধান্ত নেয় বিয়ে করবে। স্থানীয় কাজির মাধ্যমে তারা বিয়েও করেন। এরপর সবকিছু ঠিকমতই চলছিলো। বিয়ের কিছুদিন পর আকরাম মালয়েশিয়া চলে যায়। যাওয়ার পর মেয়ের খরচ ও তার পরিবারের জন্য বিভিন্ন সময় টাকা পাঠাতো আকরাম হোসেন। এর মাঝে স্ত্রী আমেনা খাতুনকে সোনার গহনা, স্মার্ট ফোন, পায়ের নুপুরও পাঠায় প্রবাসী ওই যুবক। এরপর থেকে শুরু হয় আমেনা ও তার পিতা আনারুল ইসলামের প্রতারনা।

ব্যবসায় করার কথা বলে প্রথমে ৫০ হাজার টাকা নেয় তারা। পরে দফায় দফায় সর্বমোট ৪ লাখ নেয় প্রতারক আনারুল ইসলাম ও তার পরিবার। টাকা নেওয়ার পর থেকে আকরামের সাথে সব ধরনের যোগাযোগ বন্ধ করে দিয়েছে।

স্ত্রীকে বাড়িতে আনতে চাইলে তারা তাকে হুমকিও দিচ্ছে। আকরাম অভিযোগ করে বলেন, আমার সাথে বিয়ের পর থেকে প্রতারণা শুরু করেছে আমেনা ও তার পিতা। আমি প্রথমে বুঝতে পারিনি ওরা আমাকে সর্বশান্ত করবে। আমি যা আয় করেছি তাও তাদের দিয়েছি। গ্রামে যা ছিলো তাও দিয়েছি আবার এখান থেকেও ধার করে আমেনা ও তার পিতাকে টাকা দিয়েছি। এখন আমার সাথে কোন যোগাযোগ করছে না। ফোন দিলে গালি-গালাজ করে। আমি আমার টাকা ফেরত চাইলে হুমকী দেয়।

অভিযোগকারী আকরামের বোন বিথী খাতুন বলেন, আমরা ওই এলাকায় খোঁজ নিয়ে দেখেছি আনারুল ইসলাম পেশায় রাজমিস্ত্রী। সে মানুষের সাথে এমন প্রতারণা করে। তার আরও দুটি মেয়ে আছে তারাও এমন ২ জন প্রবাসীকে ঠকিয়েছে বলে আমরা জানতে পেরেছি।

আমার ভাইয়ের কাছ থেকে মোটা অংকের টাকা পয়সাসহ অনেক কিছুই ইতিমধ্যে হাতিয়ে নিয়েছে। এমন কি আমার ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ বন্ধ করে দিয়েছে। আমরা থানায় অভিযোগ দিয়েছি। আশা করি এর সুষ্ঠু বিচার আমরা পাবো।

এ ব্যাপারে অভিযুক্ত আমেনা খাতুনের মোবাইল ফোন বন্ধ পাওয়া যায়। যার কারণে তার কাছ থেকে কিছুই জানা সম্ভব হয়নি। অভিযুক্ত আমেনা খাতুনের পিতা আনারুল ইসলাম বলেন, আপনি কার কাছ থেকে এসব শুনেছেন। যে বলেছে তার কাছে যান। বিয়ে হয়েছে তার কোন প্রমাণ আছে নাকি? এসব কথা বলে কোন লাভ হবে না বলে ফোন কেটে দেন।

বিশ্ব ভালোবাসা দিবসে কোর্টে

হলো বিয়ে, অবশেষে মুক্তি

গত চার মাস আগে প্রেমিকাকে নিয়ে পালিয়ে বিয়ে করেছিল ঝিনাইদহের মহেশপুর উপজেলার জোকা গ্রামের জুবায়ের রহমান (২২)।

তিনি পার্শ্ববর্তী গোপালপুর গ্রামের ১৭ বছর বয়সী এক নাবালিকাকে পালিয়ে বিয়ে করার অপরাধে মেয়ের বাবা তার বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করে। ঘটনাটি ঘটে ২০২৩সালের ২৩ নভেম্বর।

পরের দিন ২৪ নভেম্বর মেয়ের বাবা জসিমউদ্দীন বাদি হয়ে নাবালিকাকে ফুসলিয়ে অপহরণ ও নির্যাতনের মামলা করেন যার নং মহেশ/জি.আর ৪৭২/২৩। পরে ওই মামলায় গ্রেফতার করে জুবায়ের কে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়।

জুবায়ের মহেশপুর উপজেলার জোকা গ্রামের জাহাঙ্গীর আলমের ছেলে । দীর্ঘ দুই মাস জেলা খাটার পর আইনী প্রক্রিয়া শেষে দুই পরিবারের সম্মতিতে পহেলা ফাল্গুন ১৪ ফেব্রুয়ারি বিশ্বভালবাসা দিবস কে স্মরণে রাখতে কোর্টেই আয়োজন করা হয় এই ব্যতিক্রমি বিয়ের।

৫লাখ টাকা দেন মোহরে নারী ও শিশু বিশেষ আদালতে বিয়ে সম্পন্ন হয় জুবায়ের ও জেসমিন আক্তারের মধ্যে। এই বিয়েতে উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র ও জেলা দায়রা জজ নাজিম্মুদ্দৌলাসহ কোর্টের অন্যান্য বিচারক, কৌশুলী ও আইনজীবীগণ। বিয়ের পর আসামি জুবায়ের কে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়।

শৈলকুপাতে প্রথা ভেঙ্গে কনেযাত্রী এলেন বরের বাড়ী

বিয়ের প্রচলিত প্রথা ভেঙ্গে আবারো কনে ইতি সেলিনা এলো বিয়ে করতে বর সাংবাদিক এম এ মালেক শান্ত’র বাড়ি। ইতোমধ্যে এই বিয়ে নিয়ে এলাকায় তৈরী হয়েছে নানা আলোচনা ও সমালোচনা।

আজ বুধবার (১৩ জুলাই) শৈলকুপা উপজেলা পরিষদের আবাসিক এলাকার

ইউএনও”র গাড়ী চালক আব্দুল কাদেরের মেয়ে ইতি সেলিনা ও একই জেলার মনোহরপুর গ্রামের সামসুদ্দিন লস্করের পুত্র দীপ্ত টিভির সাংবাদিক এম এ মালেক শান্তর এই অসম বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

দেশীয় সংস্কৃতির চিরাচরিত নিয়মানুযায়ী বর আত্মীয়-স্বজনসহ অন্যান্য সহযাত্রীদের নিয়ে কনের বাড়ী যান বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করতে। কনে ইতি সেলিনা এক্ষেত্রে তার সহযাত্রীদের নিয়ে বরের বাড়ীতে হাজির হন বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করতে।

প্রথাগতভাবে বিয়ের অনুষ্ঠানস্থলের প্রবেশমুখে যেভাবে বরকে বরণ করা হয়, তেমনি এই বিয়েতেও কনেকে ফুলের মালা পরিয়ে, মিষ্টি খাইয়ে বরণ করে নেন বরপক্ষের আত্মীয় স্বজন।

এরপর বর কনে আসনে বসে বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করেন। সব অতিথিদের আপ্যায়ন করানো হয় এবং কনে থেকে যান ছেলের বাড়ীতে।

ব্যতিক্রমধর্মী এই বিয়ের অনুষ্ঠানকে ঘিরে স্থানীয়দের মধ্যে উৎসাহের কমতি ছিলনা । বিয়ের অনুষ্ঠান দেখতে বরের বাড়ীতে যেমন উৎসাহী জনতা ভিড় ছিল তেমনি কনের বাসাতেও অনেক মানুষ জড়ো হন ।এই প্রথার বাইরের বিয়ের প্রস্তাবটি আসে মূলত বর শান্তর পক্ষ থেকে। তারা চেয়েছেন এই বিয়ের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নারী পুরুষের বৈষম্য দূর করার একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে।

এ ব্যাপারে কনে সেলিনা বলেন “ছেলেরা যদি পারে মেয়েদেরকে বিয়ে করে নিয়ে আসতে তাহলে মেয়েরা কেন পারবেনা। নতুন সিস্টেমে বিয়ে করতে পেরে আমি অনেক খুশি। প্রথমে ভেবেছিলাম এভাবে বিয়ে করবো, ঠিক হবে কিনা। কিন্তু পরে আমি রাজী হই। এমন আনকমনভাবে বিয়ে এর আগে আর কেউ করেনি। বিয়েতে এজন্য অনেক আনন্দ হয়েছে।”শুরুতে দুই পরিবারের আত্মীয়-স্বজন এবং পাড়া-প্রতিবেশী আপত্তি জানালেও পরে তারা রাজী হন এবং সাদরেই এই প্রস্তাাবকে গ্রহণ করেন।

“পুরুষ শাসিত সমাজে নারী পুরুষের সমান অধিকারের বহিঃপ্রকাশে এই প্রথা ভেঙ্গে বিয়ে করার বিষয়টিকে প্রতীকী” বলে জানিয়েছেন বর এম এ মালেক শান্ত।

এর আগে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার চৌগাছা গ্রামের এক দম্পত্তি এই প্রধা ভেঙ্গে বিয়ে করে বিশ্বব্যাপি সমালোচিত হন।

মেহেরপুরের কৃতি ছাত্রী ও জাবি শিক্ষকের বিয়ে সম্পন্ন

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইক্রোবাইলোজি বিভাগের প্রভাষক নাদিম শরীফের সাথে মেহেরপুরের সন্তান ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্রী আফসানা খান দ্রুতি”র আড়ম্বরপূর্ণ বিয়ে আজ বুধবার দুপুরে মেহেরপুর পৌর কমিউনিটি সেন্টারে সমপন্ন হয়েছে।

আফসানা খান দ্রুতি মেহেরপুর শহরের আওয়ামীলীগ নেতা ও বিশিষ্ট ঠিকাদার জাকির হোসেন খান মিন্টু’র প্রয়াত বড় ভাই আমীনুর রহমান খান ডাকু ও ফারজানা রহমান খানের একমাত্র সন্তান। সে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্বসবিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগ থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করেছেন।

নাদিম শরীফ মেহেরপুর শহরের মল্লিকপাড়াস্থ মো: শরীফ উদ্দীন ও নাছিমা শরীফের পুত্র।

বিয়েতে মেহেরপুর জেলার রাজনীতিবিদ, শিক্ষক, সুধিসহ বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

কুমারখালীতে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে স্কুল ছাত্রীকে ধর্ষণের চেষ্টা

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে স্কুল ছাত্রী (১৬) কে ধর্ষণের চেষ্টাকালে উল্লেখিত ছাত্রীর চিৎকারে পরিবারের লোকজন শাকিল আহমেদ (২২) নামের একজনকে আটকে রেখে পুলিশে সোপর্দ করেছে।

গত সোমবার রাত ১১ টার দিকে উপজেলার যদুবয়রা ইউনিয়নের জোতমোড়া গ্রামের পশ্চিম পাড়ার শাহাবুদ্দিনের ছেলে শাকিল প্রেম ঘটিত সম্পর্কের সুত্র ধরে জোতমোড়া বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্রীর ঘরে প্রবেশ করে ধর্ষনের চেষ্টাকালে মেয়েটির চিৎকারে পরিবারের লোকজন ঠিক পেয়ে তাকে আটকে রেখে পুলিশে দেয়।

এঘটনায় স্কুল ছাত্রী নিজেই বাদী হয়ে থানায় একটি মামলা দায়ের করেছে। মামলা নং ১৫, তাং ১৯-০৫-২০২০।

কুমারখালী থানার অফিসার ইনচার্জ মজিবুর রহমান জানান, আসামী শাকিল বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে রাতে মেয়েটির শয়ন কক্ষে প্রবেশ করে ইচ্ছার বিরুদ্ধে ধর্ষণের চেষ্টা করে। এ ঘটনায় মেয়েটি বাদী হয়ে মামলা দায়ের করেছে।

বিয়ের দাবিতে গাংনীতে কিশোরীর অবস্থান

বিয়ের দাবিতে মেহেরপুরের গাংনী পৌর এলাকার শিশিরপাড়া এলাকায় দশম শ্রেনীতে পড়ুয়া এক কিশোরী অবস্থান করছে।

এর আগেও সে ঐ বাড়িতে একই দাবিতে অবস্থান নেয়। সে সময় কিশোর আল নুরের বাবা সিরাজুল ইসলামসহ তার পরিবারের লোকজন কিশোরীসহ তার অভিভাবককে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করে এবং হুমকি দেয়।

পরে কিশোরীকে তার অভিভাবকরা বুঝিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যায় তবে কিশোরী দাবি করে ঐ ছেলে আমাকে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে তিনবার শারীরিক সম্পর্ক করে। এখন সে যদি আমাকে বিয়ে না করে তাহলে আত্মহত্যা করব।

পরে উভয় অভিভাবক তারনদাবি মেনে নিয়ে বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়।

বুধবার (০১-০৪-২০২০) ইং তারিখ সন্ধ্যা বেলায় আবারও সেই কিশোরী বিয়ের দাবিতে ঐ বাড়িতে অবস্থান করে এবং বলে হয় বিয়ে করকে হবে নাহলে আমার লাশ যাবে বাড়িতে।

এদিকে কিশোর প্রেমিক আল নুরের বাবা সিরাজ মেয়ের দাবি মানতে নারাজ। তিনি বলেন দুজনের বিয়ের বয়স না হওয়াই ঐ মেয়ে আত্মহত্যা করলেও তার দাবি মানা সম্ভব নয়।

এদিকে ঐ কিশোরীর দাবি সে আমাকে বিয়ে করবে বলে এখানে আসতে বলেছে তাই বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছি এখন ফিরে যাওয়া সম্ভব না।